SEMESTER-2 (General) CC-2
Module-1 - Different sense of Know.

Q.3. দৃষ্টান্ত সহ "জানা" শব্দটির বিভিন্ন অর্থগুলি ব্যাখ্যা কর। Explain with examples the different meaning of the word "To Know" (Knowledge).

Ans: বিজ্ঞান ও দর্শনের লক্ষ্য হল সত্যের অন্বেষণ করা, সত্যকে জানা। এখন "জানা" শব্দটি প্রধানত তিনটি (৩টি) অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যথা- ১। পরিচিতি অর্থে জানা (Knowledge by acquaintance)
2) কর্মকৌশল অর্থে জানা (Knowing how)
3) বাচনিক অর্থে জানা/বাচনিক জ্ঞান অর্থে (Propositional Knowledge Sense) জানা।
জানা শব্দটির এই তিনটি অর্থ নীচে আলোচনা করা হল:-

১। পরিচিতি অর্থে জানা (Knowledge by acquaintance)

আমি পরিচিতি অর্থে জানা বলতে সাক্ষাৎ পরিচয়কে বোঝায়, এখানে 'জানা' মানে 'চেনা'। অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা, যেমন ব্যক্তির বা স্থানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলে আমরা বলি যে, জানি। যেমন- আমি রামকে জানি (মানে চিনি), আমি রবীন্দ্রনাথকে জানি (মানে চিনি), আমি কলেজ স্ট্রীট জানি (মানে চিনি) এখানে রাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য (যেমন রাম এখন থেকে, কবি, শিল্পী, সাহসী ইত্যাদি) জানা না থাকলেও কেবল সাক্ষাৎ পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে আমি বলতে পারি আমি রামকে জানি। তেমনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ইত্যাদি সম্পর্কে জানা না থাকলেও আমি বলতে পারি আমি রবীন্দ্রনাথকে জানি। এখানে জানা মানে চেনা।

সুতরাং পরিচিতি অর্থে 'জানা' প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। তার অর্থ- আমি X কে 'জানি' X সম্পর্কে কোন তথ্য বা বচন জানা না থাকলেও কেবল সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে আমি বলতে পারি X কে আমি জানি।"

২) কর্মকৌশল বা কর্মদক্ষতা অর্থে জানা (Knowing How)

অনেক সময় 'জানা' শব্দটি কর্মকৌশল অর্থে বা কর্মদক্ষতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন- কেউ বলল, আমি সাঁতার কাটতে জানি, আমি সাইকেল চালাতে জানি, আমি ঘুড়ি ওড়াতে জানি। এখানে প্রথম বাক্যে আমি সাঁতার কাটতে জানি মানে সাঁতার কাটার কৌশল আমার জানা আছে। এখানে আমি সাইকেল চালাতে জানি মানে সাইকেল চালানোর কৌশল আমার জানা আছে। এখানে জানা শব্দটি কর্মকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই কর্মকৌশল জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন। আমি যদি বলি আমি সাঁতার কাটতে জানি, তাহলে ঐ কর্মদক্ষতা বাস্তবিকই আমার আছে তার প্রমাণ দিতে হবে। তেমনি আমি সাইকেল চালাতে জানি বললে ঐ কর্মদক্ষতার বাস্তবিকই আমার আছে তার প্রমাণ দিতে হবে।

P.T.O

৩) বাচনিক অর্থে জানা বা বাচনিক জ্ঞান (Propositional Sense):-

"জানা" শব্দটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হল - বাচনিক অর্থ। এই প্রকার জানাকে - জানি যে, বা জানে যে, (Knowing that) এই আকারে প্রকাশ করা হয়, বাচনিক অর্থে জানার বিষয় হল - কোন তথ্যকে জানা। কোন বচনের সত্যতাকে জানা। এখানে জানা-শব্দটিকে এভাবে প্রয়োগ করা হয়, 'আমি জানি যে,.....'। এই 'যে' (That clause) শব্দটির পর একটি অনুক্ত বচন আছে যেটি হল আমার জানার বিষয়। যেমন - আমি জানি যে বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে 'বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে' এই বচনটি হচ্ছে আমার জানার বিষয়। বাইরে বৃষ্টি হলে আমার জানাটা সত্য হবে, বৃষ্টি না হলে আমার জানাটা মিথ্যা হবে, সুতরাং বচনে বর্ণিত তথ্যের উপর এই প্রকার জানার সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ভর করে।

প্রকৃত পক্ষে পরিচিতি অর্থে ও কর্মকৌশল অর্থে জানা - বাচনিক অর্থে জানার উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল। যেমন - আমি রামকে জানি (পরিচিতি অর্থে জানা) একথা কেবল রামকে সাক্ষাৎ করে বলা যায় না, একথা তখনই বলা যায় যখন রাম সম্পর্কে অন্তত কিছু তথ্য আমার জানা থাকে। যেমন - আমি জানি যে রাম একজন যোদ্ধা, পুরুষ মানুষ, এই রকমের জানা বাচনিক অর্থে জানা।

তেমনি 'আমি সাইকেল চালাতে জানি' একথা কেবল দক্ষতা বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় না। একথা তখনই বলা যায় যখন সাইকেল চালানো সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার জানা থাকে। যেমন - আমি জানি যে সাইকেল দুচাকার গাড়ি, আমি জানি যে দুই চাকার গাড়িকে ভারসাম্য বজায় করে চালানোর শক্ত কাজ, এইধরনের জানা বাচনিক অর্থে জানা, এজন্য বলা হয় বাচনিক অর্থে জানা হচ্ছে পরিচিতি অর্থে জানা ও কর্মকৌশল অর্থে জানার আবশ্যিক শর্ত (necessary condition) বাচনিক জ্ঞান না হলে পরিচিতি মূলক অথবা কর্ম দক্ষতা মূলক জ্ঞান সম্ভব নয়। অতএব এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে বাচনিক অর্থে জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনে মূলত বাচনিক জ্ঞান সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়।

— 0 —